বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

মে ২০১৩, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২০

দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে
বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া উদ্যোগমালার উদ্বোধন

সৈয়দা বিলকিস জাহান

প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক

স্মৃতিময় দিনগুলো

সৈয়দা বিলকিস জাহান ১৯৭৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে সহকারী গবেষণা অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার পরিচয় রেখে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ২৬ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। ব্যাংক পরিক্রমার ধারাবাহিক 'স্মৃতিময় দিনগুলো'র এবারের অতিথি প্রাক্তন এই মহাব্যবস্থাপক।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন ।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমিসহ তিনজন মহিলা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করি। সে সময় ব্যাংকে কর্মকর্তা পদে কোন মহিলা ছিলেন না। যোগদানের পর পরই আমরা ইন-সার্ভিস ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করে অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পাই। এরপরই শুরু হয় বিভাগের বিভিন্ন শাখায় কাজ করা। বিভাগের পুরুষ সহকর্মীরা ছিলেন আন্তরিক। ফলে অল্পদিনেই কাজের পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হই। ২০০১ সালের ২১ জানুয়ারি আমি জিএম পদে পদোন্নতি পেয়ে মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টে যোগদান করি ।

অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

বর্তমানে সংসার দেখাশুনার পাশাপাশি নিজ গ্রামের কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছি। অবসরে আমি মূলত গবেষণাধর্মী বই পড়ি। এছাড়াও দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে আনন্দ পাই। ধর্মচর্চার পাশাপাশি নাতি-নাতনিদের নিয়ে চমৎকার সময় কাটে। স্বামী, দুই পুত্র, পুত্রবধু এবং নাতি-নাতনী নিয়ে আমার সংসার।

পরিবারে একজন নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাকরি এবং পরিবার-এ দুয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করতেন?

পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে দ্বৈত ভূমিকা পালনে সময়ের সুপরিকল্পিত সদ্ব্যবহার করতে পারলে কাজ সহজ হয়ে যায়। অফিসের কাজ অফিসেই শেষ করা, পরবর্তী দিনের গৃহস্থালী কাজ আগের রাতে এগিয়ে রাখা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জরুরি প্রয়োজনীয় কাজ গুছিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আমি সহজেই কাজগুলোর সমন্বয় করতে পারতাম। সৌভাগ্যবশত এসব ব্যাপারে আমি আমার স্বামী এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি।

চাকরি জীবনে যাদের সহযোগিতা পেয়েছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন–

কর্মক্ষেত্রে যারা উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমাকে কাজে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে প্রয়াত ডেপুটি গভর্নর কাজী বদরুল আলম, ফখরুল আহসান এবং ডেপুটি গভর্নর মাহবুবুল আমিন খান, জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী, নির্বাহী পরিচালক নূরুল আলম, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ফারুকউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবদানের কথা আমি সবসময় সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য তৎকালীন কর্মপরিবেশের সাথে বর্তমান সময়ের কর্মপরিবেশের কিভাবে তুলনা করবেন ?

আমাদের সময়ে স্বল্প সংখ্যক মহিলা কর্মকর্তা ছিলেন। তখন আলমারি দিয়ে পার্টিশন করে মেয়েদের বসতে দেয়া হতো। এখন ব্যাংকের নারী-পুরুষদের মধ্যে এমন বিভাজন নেই। সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখায় মহিলাদের খুব একটা বহাল করা হত না। এখন মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সকল ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। মেয়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এখন ৬ মাস করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। এসব বিবেচনায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাংকের পরিবেশ যথেষ্ট কর্ম-বান্ধব হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের জন্য আপনার কি বক্তব্য ?

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তারা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত; আর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতার মেল-বন্ধন কর্ম পরিবেশকে অধিকতর উপযোগী এবং ইতিবাচক করেছে বলে আমি মনে করি। তরুণদের মনে রাখতে হবে যে অফিসের কাজে নিষ্ঠা, সততা এবং সময়ানুবর্তিতার মাঝেই নিহিত আছে সফলতার চাবিকাঠি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **উপদেষ্টা**
ম. মাহফুজুর রহমান

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
গোলাম মহিউদ্দীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম
ইন্দ্রাণী হক

■ **প্রচ্ছদ**
মালেক টিপু

■ **গ্রাফিক্স**
মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

গভর্নর পদে ড. আতিউর রহমানের মেয়াদ বাড়ল তিন বছর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে ১মে ২০১৩ থেকে আরও তিন বছরের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। আগামী ২০১৬ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ম গভর্নর হিসেবে ২০০৯ সালের ১মে ড. আতিউর রহমান ৪ বছরের জন্য দায়িত্ব নেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১মে ২০১৩ থেকে ২ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত তার নিয়োগের মেয়াদ আরও তিন বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ড. আতিউর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চার বছরে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবাখাতে অন্তর্ভুক্তি, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য দশ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালু, কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের অটোমেশন, সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যাংকিং সেক্টরের ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিকভাবে 'গ্রিন গভর্নর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি তামাকবিরোধী আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড নো টোব্যাকো ডে অ্যাওয়ার্ড' এবং মানবিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযাগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ইন্দিরা গান্ধী গোল্ড প্লাক ২০১১' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ড. আতিউর রহমান আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ে অনেকগুলো বই লিখেছেন। অর্থনীতি চর্চায় রবীন্দ্রভাবনা যুক্ত করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা করেন তিনি।

ই-লার্নিং প্রোগ্রাম উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৫ মার্চ ২০১৩ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ই-লার্নিং প্রোগ্রাম উদ্বোধন করেন। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসানউল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক এস এম মনিরুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান, নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম কায়-খসরু, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাসান জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ খাতের শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য দক্ষ জনবল দরকার। উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তৈরি হয় দক্ষ জনবল। এ লক্ষ্যে এবার বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ই-লার্নিং প্রোগ্রাম উদ্বোধন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা প্রফেশনাল ফাউন্ডেশন নলেজ সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে এক বছর এ কোর্স করার সুযোগ পাবেন।

গভর্নর ই-লার্নিং প্রোগ্রাম উদ্বোধন করেন

সিলেটে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের বার্ষিক ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ মহাব্যবস্থাপক জুলফিকার মসুদ চৌধুরী, মোঃ আব্দুল বারী, কাজী রফিকুল হাসান ও শান্তনু কুমার রায়। অনুষ্ঠানে ব্যাংক ক্লাব কমিটির সদস্যসহ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

বান্দরবান জেলার নারী উদ্যোক্তাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের উদ্যোগে এবং এসএমই ফাউন্ডেশন, ঢাকার সহযোগিতায় বান্দরবানে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ হতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ মেয়াদে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। তিনি এ অনুষ্ঠানে ১৪ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার কৃষি ও এসএমই ঋণ বিতরণ করেন। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বান্দরবান এলাকার ৩০ জন নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন।

দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া উদ্যোগমালার উদ্বোধন

অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকাশনার ডিজিটাল মোড়ক উন্মোচন করেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া ব্যাংকিং খাত অটোমেশন ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের বিশেষ উদ্যোগগুলোর উপস্থাপনা ২৭ এপ্রিল ২০১৩ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য এবং ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ব্রিফিং প্রদান করেন।

'দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া: বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া উদ্যোগমালা' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করার কথা থাকলেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর পক্ষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক যে সব উন্নয়নমূলক ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেসবের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ ডিজিটাল প্রজেকশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ইলেকট্রনিক সুইচ এ চাপ দিয়ে এর উদ্বোধন করেন। এর আগে তিনি 'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক: অগ্রগতির চার বছর', 'ব্যাংক নোটস ও স্মারক মুদ্রা' এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকলা সংগ্রহ' শীর্ষক তিনটি প্রকাশনার ডিজিটাল মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকে নির্মিতব্য বিশ্বমানের 'টাকা জাদুঘর' এর শিলান্যাস করেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাইজেশন সম্পর্কিত উদ্যোগমালা সমৃদ্ধ একটি তথ্যচিত্র ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়। তথ্যচিত্রটিতে রয়েছে: বাংলাদেশ ব্যাংকের নেটওয়ার্কিং, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, অনলাইন সিআইবি, ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং বা ইআরপি সিস্টেম, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউস, ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, goAML ওয়েব বেজড সমন্বিত সুপারভিশন সিস্টেম, বৃহৎ ঋণ মনিটরিং ইত্যাদি। প্রজেকশনের পরবর্তী পর্যায়ে আসে এ সময়ের সবচেয়ে সাড়া জাগানো উদ্যোগ কৃষকের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব, স্কুল ব্যাংকিং, গ্রিন ব্যাংকিং এবং গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র বা সিআইপিসি বিষয়ক তথ্যচিত্র।

স্বাগত বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি আধুনিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে গত চার বছরের বেশি সময় ধরে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এই সময়ে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। ব্যাংকিং খাতসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়েছে। আর আর্থিক খাত ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ব্রিফিং প্রদানের

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী ও ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

সময় বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পেপারলেস ব্যাংকিং এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির নবযাত্রায় অচিরেই দেশ হয়ে উঠবে সম্ভাবনাময় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের চার বছরের ডিজিটাল কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। সরকারের দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে বিশেষ উদ্যোগমালা গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গত চার বছরে ডিজিটাল কার্যক্রমে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী মাসে উদ্বোধন করা হবে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, চার বছর আগে গভর্নর পদে দায়িত্ব নেবার পর থেকে সরকারের দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জোরালো সহায়ক ভূমিকা নেয়া হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিগত চার বছরের উন্নয়নমুখী উদ্যোগগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের সূচনা করা এবং আগে থেকেই চলমান কার্যক্রমও রয়েছে। উপযুক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগুলোতে নতুন নতুন মাত্রা ও গতিবেগ বাড়াতে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পুরোপুরি নতুন কর্মকাণ্ডও চালু হয়েছে বলে গভর্নর মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মেধা ও দক্ষতাসমৃদ্ধ জনবলকে এসব দেশ হিতৈষী কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ও অন্যান্য নীতিমালাকে একই সূতোয় গেঁথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। গভর্নর অনুষ্ঠানে সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, সাংসদ, সচিব, বিদেশী মিশনের সদস্য, রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পেশাজীবী, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ২৪ এপ্রিল সাভারে বহুতল ভবন ধসে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

ঢাকায় ১৮তম আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা আয়োজিত ১৮তম আন্তঃঅফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৩ গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকায় ব্যাংক ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ এপ্রিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে ১৩ এপ্রিল বিকেলে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস.কে.সুর চৌধুরী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও ব্যাংক ক্লাব ঢাকায় আন্তঃঅফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এ কারণে ক্লাবের নির্বাহীদের সাধুবাদ জানাই। এ ভাবেই সব ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি বা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং আমরা এগিয়ে যাব। খেলোয়াড়দের উদ্দেশে গভর্নর বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু খেলার মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর বাইরে সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকলে মিলেই একটি বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবার এবং একই সাথে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আগামী বছর আন্তঃঅফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খুলনাতে অনুষ্ঠিত হবে বলে গভর্নর ঘোষণা দেন।

এর আগে ১১ এপ্রিল বিকেলে সাহিত্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। ১২ তারিখে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস। সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা শেষে ১২ এপ্রিল বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিস থেকে আগত ক্লাব কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা।

ক্লাব সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানসমূহকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্য গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক এবং অন্য অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে ক্লাবের পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৮তম আন্তঃঅফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় খুলনা অফিস। প্রতিযোগিতায় দ্রুততম মানব ও মানবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও আনজুমান আরা বেগম।

গভর্নর বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন

বাইকে চড়ে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ

মোঃ আনোয়ারুল বারী

বিডি রাইডার্জ ক্লাব (www.bdriderzclub.com) নামের একটি মোটর সাইকেল ফ্রেন্ডশীপ ও ট্যুরিং ক্লাবের আমি একজন সদস্য। এই ক্লাবটির মূল লক্ষ্যই হল মোটর সাইকেলে ভ্রমণের মাধ্যমে আনন্দের পাশাপাশি নিজের দেশের সৌন্দর্যকে ব্র্যান্ডিং করা। অক্টোবর মাসের শেষের দিকের ক্লাবের এক মিটিং থেকেই হঠাৎ করে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো চট্টগ্রাম যাবার।

পাহাড়ি রাস্তায় মোটর সাইকেল চালানোর টান টান উত্তেজনা নিয়ে শুরু হয় আমাদের পরিকল্পনা। সে এক মহাপরিকল্পনা। আমরা কবে যাব, কতজন যাব, কোন কোন জায়গায় যাব, কোথায় থাকব, কত খরচ, কে কে যাচ্ছে, বুকিং কারা দেবে, বুকিং পাওয়া যাবে কিনা, আমাদের প্রিয় বাইকগুলো নিরাপদে থাকবে কিনা ইত্যাদি, ইত্যাদি..। যাই হোক, যেহেতু মাসুম ভাই থাকেন চট্টগ্রামে, তার কাছ থেকে পাঁচদিন ভ্রমণের একটা ভ্রমণসূচি নিয়ে আমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে ইভেন্ট ঘোষণা করলাম। পরবর্তীতে অনেক চিন্তাভাবনা ও বাছাইপর্বের পর বাইক চালকদের অভিজ্ঞতা ও তাদের অভিভাবকের অনুমোদনের ভিত্তিতে আমরা মোট ছয় জনের একটি টীম হলাম।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২। ভোর তখন পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা, বাইরে ঝুম বৃষ্টি। আমরা যাত্রাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড পার হচ্ছি। বৃষ্টি তখন কিছুটা কমে এসেছে। ঢাকা-কুমিল্লার ভেজা চকচকে হাইওয়ে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছি আমরা পাঁচটা বাইক। ৬ নম্বর বাইকটি মাসুম ভাইয়ের সাথে অধীর আগ্রহে চট্টগ্রামে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। যেহেতু রাস্তা ভেজা, আমরা ৬০ কি.মি./ঘন্টার বেশি স্পীড দিতে পারছি না। আস্তে আস্তে আমরা পার হলাম প্রায় ৮০ কি.মি. পথ। হেলমেটে থাকা ব্লুটুথের মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে চলেছি। এতে করে আমাদের বাইক নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা পেতে অনেক সুবিধা হচ্ছিল। এছাড়া কারও কোন অসুবিধা হলেও তৎক্ষণাৎ জানা যাচ্ছিল। এতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও সূর্য রোদের ঝিলিক দিতে শুরু করল। প্রায় ৪০ মিনিট পর আরও ৫০ কি.মি. পথ ছাড়িয়ে আমরা আমাদের যাত্রা বিরতি দিলাম হোটেল হাইওয়ে-ইন এ। ক্ষিধেয় আমাদের পেট তখন চোঁ চোঁ করছে। রেস্তোরাঁয় ভরপেট নাস্তা শেষে আমাদের মোটরসাইকেলগুলো আবার গর্জন তুলল ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েতে। মধ্যদুপুরে আমরা সীতাকুণ্ড ঝরনায় পৌঁছলাম। প্রচণ্ড গরমে আমরা তখন ভীষণ তৃষ্ণার্ত আর ক্লান্ত। এ অবস্থায় আর কোনকিছু না ভেবে চারজন নেমে পড়লাম ঝরনার মিষ্টিশীতল পানিতে স্নান করতে। স্নান শেষে যখন পাহাড়ি উঁচু সিড়ি বেয়ে উঠে এলাম, তখন কারও শরীরে আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই। উদ্ধার করলেন মাসুম ভাই। সীতাকুণ্ড এসে আমাদের রিসিভ করে নিয়ে গেলেন নৌ-বাহিনীর কোয়ার্টারে। যাই হোক দুপুরে আমরা ফ্রেশ হয়ে চলে গেলাম নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের কেবিনে লাঞ্চ করতে। জিভে জল আনা অপূর্ব স্বাদে নানা রকম ভর্তা, ডাল, ভাজি ও মুরগীর কোর্মা দিয়ে দুপুরের লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পতেঙ্গার দিকে। সূর্য্যিমামা যখন যাই যাই করছে তখন আমরা পতেঙ্গার সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখছি। আড্ডা দিতে দিতে সন্ধ্যে হয়ে এলে আবার আমরা নৌবাহিনীর কোয়ার্টারে ফিরলাম। ইসমাইল ভাই নামে আরেকজন আগে থেকেই তৈরি ছিলেন আমাদের যুদ্ধজাহাজ ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। যুদ্ধজাহাজ দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হৃদয়ে আমরা সে রাতে যে যার মত ঘুমাতে গেলাম।

পরদিন সকালে আমরা বহদ্দার হাটের অসহনীয় যানজটের মধ্য দিয়ে কাপ্তাই যাবার রাস্তায় দিকে যতই এগুতে থাকলাম ততই ক্লান্ত মন চাঙ্গা হতে থাকল। রাস্তার ধারে লেকের নীল জলরাশি আর দূরের ঐ সবুজ পাহাড় ও নীল আকাশের মিতালী মুগ্ধ নয়নে দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম। সে দৃশ্য এত সুন্দর আর এত স্বর্গীয় যে ইচ্ছে করেই বাইকের গতি কমিয়ে দিলাম। প্রায় ৫০ কি.মি. যাবার পর পাহাড়ি আঁকা বাঁকা সর্পিল রাস্তা শুরু হলো। পাহাড়ি রাস্তার সরু বাঁক আর উঁচু-নিচু ঢালে বাইক চালাতে চালাতে আপন মনে গাইতে লাগলাম ...."এই পথ যদি না শেষ হয় ....."। দেড়টা নাগাদ কাপ্তাই পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণের জন্য বোধ হয় হারিয়েই গিয়েছিলাম কাপ্তাই এর এই স্বর্গীয় প্রকৃতিতে।

দুপুরের খাবার শেষে আমরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম পড়ন্ত বিকেলে রাঙামাটি দর্শনে। রাঙামাটির সুউচ্চ পাহাড়ি পথ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে, স্বর্গে প্রবেশের কোন পথ দিয়ে যাচ্ছি। এই রাস্তা যতখানি বিপজ্জনক তার চেয়েও অনেক বেশি মায়াবী। কিছু

রাস্তায় বাইকের স্টার্ট বন্ধ রেখেই এগুতে পারবেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এ রাস্তাই আপনাকে নিয়ে যাবে বহুদূর। পাহাড়ি রাস্তার এই এক মজা। বাইক চালানোর প্রয়োজন পড়বে না আপনার। আপনার কাজ শুধু বাইকের হ্যান্ডেল ধরে বসে থাকা। মোহাচ্ছন্ন হয়ে বাইক চালাতে চালাতে আমরা পার হতে লাগলাম এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাবার ব্রিজগুলো।

রাঙামাটির পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল খাগড়াছড়ি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি কাপ্তাই আর রাঙামাটির পথ বেয়ে বাইক ছুটিয়ে আমরা ছুটে চললাম খাগড়াছড়ির পথে। আমরা রাঙামাটির পাহাড়ি পথ হয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অনেকটা গতি নিয়ে ছুটে চললাম। পথে পড়ল মাটির দেয়ালের তৈরি আদিবাসীদের মাত্র একটি চায়ের দোকান। ক্লান্তি দূর করতে আমরা চা বিস্কুট এর সাথে প্রচুর পানি পান করলাম। আর ডিহাইড্রেশন দূর করতে আমাদের ডিহাইড্রেশন প্যাক পানিপূর্ণ করে নিলাম। ইতোমধ্যে দেখি মাসুম ভাই তার বাইকে মাউন্ট ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে একেবারে তৈরি। পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণের এই স্মৃতি ভিডিও না করলেই যে নয়! বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে লাগলো সূর্যের তাপও। দুপুর প্রায় ২টায় পৌঁছে গেলাম খাগড়াছড়ির বিখ্যাত সিস্টেম রেস্টুরেন্টে। বাঁশ দিয়ে তৈরি বিশেষ ভাজি, ডাল, ছোট মাছের বার-বি-কিউ, কয়েক রকমের ভর্তা, কবুতরের মাংস, আর পাহাড়ি স্টাইলে রান্না করা অন্যান্য মাছ আর মাংস তো আছেই। পাহাড়ি এই খাবারগুলো কিন্তু বেশ ঝাল আর সুস্বাদু। এই ঝালের এমনই নেশা যে আপনার যত ঝাল লাগবে আপনি ততই বেশি ঝাল খেতে চাইবেন। প্রায় একঘন্টা বিশ্রাম নেবার পর আমরা আলুটিলা গুহার দিকে রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের স্বস্তি দিতেই হয়তো শুরু হলো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। আলুটিলা গুহায় পৌঁছানোর পর হাতে ক্যামেরা আর মশাল নিয়ে আমরা হেঁটে চললাম গুহার উদ্দেশে।

খাগড়াছড়ির এই গুহাটিতে রোমাঞ্চকর সব ধরনের অভিজ্ঞতাই হলো আমাদের। কী নেই সেখানে ? গুহার মধ্য দিয়েই চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা সরু বেশ কিছুটা গভীর জলধারা। থেকে থেকে সাপের গর্ত। নানাধরনের আশ্চর্য সব নিখুঁত কারুকাজ করা প্রাকৃতিক পাথর যা দেখে মনুষ্যসৃষ্ট বলে বিভ্রম হয়। আর গুহার ভিতরের ভয়ানক সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণতা দিতে শত শত বাদুড় তো আছেই। যখন আমরা গুহার ভিতর, বাইরে আমাদের বাইকগুলো স্নান করছে প্রবল বৃষ্টির ধারায়। প্রবল বৃষ্টি আর গুহার সেই ভয়ানক অথচ সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার কোন রেইন ফরেস্টের চেয়ে কম নয় বৈকি।

চতুর্থ দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমরা মোটামুটি ফ্রেশ হয়ে খাগড়াছড়ির 'রিসাইন ঝরনা' দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সকালের মিষ্টি সূর্যের আলোয় অসাধারণ পাহাড়ি রাস্তা পার হয়ে আমরা চলে গেলাম ঝরনাতে। মনোমুগ্ধকর সেই প্রবল ধারার ঝরনার সাথে প্রাকৃতিক ঢাল। সেই ঢালে ঝরনার বয়ে যাওয়া পানির সাথে স্লাইড করার মজা বলে বোঝানো যাবে না। তবে ঢালটা বড় হওয়ায় সেটা কিছুটা বিপজ্জনকও বটে। তাই সবার জন্য স্লাইড করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। স্লাইড করার সময় প্রচণ্ড গতির ফলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণটা খুব জরুরি। যাহোক ঝরনার পানিতে স্লাইড খেলে আর মন ভরে স্নান করে আমরা ১০টার দিকে বাইকে সওয়ার হয়ে দুরন্ত গতিতে চট্টগ্রামের পথে রওনা দিয়ে চলে এলাম চট্টগ্রাম শহরের বিখ্যাত ঘূর্ণায়মান (রিভলভিং) রেস্টুরেন্টে। দুপুর তখন প্রায় ২.০০ টা। বাংলাদেশের একমাত্র ঘূর্ণায়মান রেস্টুরেন্ট এটি। খাবার মেনুও বেশ অসাধারণ। মিউজিক শুনতে শুনতে আর সুউচ্চ টাওয়ারে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় হায়দ্রবাদী বিরিয়ানী দিয়ে শেষ হলো আমাদের পেট পূজো।

ঢাকা আসার তাড়া থাকায় পরদিন ভোর ৬টা নাগাদ আমরা সবাই উঠে পড়লাম। বাইকে ফুয়েল ভর্তি করে সকাল ৮টার মধ্যেই ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম। ৬ ঘন্টা পর যখন ঢাকা এসে পৌঁছালাম তখন দুপুর ২টারও বেশি বাজে। পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে সবাই ঢুকে পড়লাম পুরান ঢাকার হাজী নান্না মিয়ার দোকানে। আমাদের দেখার জন্য তখন বেশ কিছু উৎসাহী মানুষের ভিড়। আর হবেই না কেন, পাঁচ দিন একটানা বাইক চালিয়ে আমাদের অবস্থা তখন ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত আরব বেদুইনদের মত।

প্রিয় পাঠক, আশা করি পাঁচদিনের এই ১২০০ কি.মি. বাইক ভ্রমণ আপনারা উপভোগ করেছেন। ছোট্ট একটি অনুরোধ- বাইক ভ্রমণ অসাধারণ আনন্দের হলেও এতে অনেক বেশি ধৈর্য্য, বিপদের আশংকা আর প্রচুর পরিকল্পনা করতে হয়। তাই সঠিক প্রস্তুতি না নিয়ে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে না যাওয়াই ভাল।

লেখক: এডি, ডিসিপি

ম্যুরাল

বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল

চন্দ্রদ্বীপ ছিল বরিশালের প্রাচীন নাম। এ অঞ্চল লবণ ও মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা বড় লবণ চৌকিকে 'বরি সল্ট' বলত। 'বরি সল্ট' থেকে বরিশাল নামকরণ করা হয়েছে। বরিশালে রয়েছে কীর্তনখোলা নদী, জীবনানন্দ দাশের ধানসিঁড়ি নদী। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, চারণকবি মুকুন্দ দাস, জীবনানন্দের মত বহু মনীষী জন্ম নিয়েছেন এই বরিশালে। আরও রয়েছেন কবি সুফিয়া কামাল, কামিনী রায়, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, শহীদ আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ। রূপালী নদী আর সোনালী ডানার চিলের শহর বরিশালে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুদৃশ্য অফিস।

নূরুল আলম কাজী, মহাব্যবস্থাপক, বরিশাল অফিস

বরিশালে বাংলাদেশ ব্যাংক

১৯৮৭ সালের ১৬ জুন অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীর ৮২তম সভায় বরিশালে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তৎকালীন হিসাব বিভাগ-১ এর অচল মুদ্রা কোষে এটি বাস্তবায়নের ভার পড়ে। এ লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ২৬ জানুয়ারি জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে যোগেন সেনের বাড়ি হস্তান্তর নেয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বরিশাল ও রংপুর সেল গঠনপূর্বক তা মতিঝিল অফিসের অধীনে ন্যস্ত হয়। এরপর রংপুর অফিসের একদিন আগে ১৯৯১ সালে ১৭ নভেম্বর বরিশালের দীনবন্ধু সেন রোডের ৩টি জরাজীর্ণ ভবনে একজন উপ মহাব্যবস্থাপকের অধীনে বরিশাল অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম উপ মহাব্যবস্থাপক ছিলেন জনাব মোঃ শামসুদ্দিন। তখন মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা ছিল অফিসার ও তদূর্ধ্ব ২৭ জন এবং সি ও ডি ক্যাটাগরি ৪৫ জন। প্রথমে ব্যাংক শুরু হয় পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম দিয়ে। বরিশালে বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ১৯৯২ সালের ২ মার্চ। ওই দিনই বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ খোলার অনুমোদন দেন তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর মাহবুবর রহমান খান। বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বরিশাল বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত হয়। এ অঞ্চলে বর্তমানে ৩৭টি তফসিলি ব্যাংকের ৫১৮টি শাখা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কর্মসংস্থান ব্যাংকের ২৫টি ও আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ৮টি শাখা আছে। গ্রামীণ ব্যাংকেরও অনেক শাখা বিদ্যমান। দিন দিন নতুন নতুন ব্যাংক ও শাখা খোলা হচ্ছে। এছাড়া বরিশালে ৭টি অনুমোদিত ডিলার ও ২টি মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

শতবর্ষী প্রাচীন ৩টি দ্বিতল ভবনে কার্যক্রম শুরু হলেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরবর্তীতে শীতলাখোলাস্থ ধূপছায়া ভবন ভাড়া নেয়া হয়। সেখানে পরিদর্শন বিভাগসমূহ স্থানান্তরিত হলে অফিসের কাজের পরিবেশে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে। ধূপছায়া ভবনের একাংশে বদলীকৃত কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরী ছিল। এছাড়া গেস্ট হাউসও ছিল। একটি ছোট্ট ভল্ট, পুলিশ ব্যারাক ও অন্যান্য অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে ১৯৯৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার। ব্যাংকিং বিভাগ শুরুর প্রাক্কালে বগুড়া রোডের একতা ভবনে দুটি ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়। পরবর্তীকালে একতা ভবন ছেড়ে দিয়ে শাহিদা ভিলা ভাড়া নেয়া হয়। সময়ের বিবর্তনে প্রাচীন ভবন, ভাড়াকৃত ভবন ও নির্মিত অন্যান্য স্থাপনা না থাকলেও ভাড়াকৃত ধূপছায়া ভবনে আজও ডরমিটরী ও গেস্ট হাউজ বহাল রয়েছে।

নতুনরূপে বরিশাল অফিস

২০০৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বর্তমান ব্যাংক ভবন বরিশালের একটি অনন্য স্থাপনা। গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১ মার্চ ২০১২ তারিখে এই নতুন ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ৯তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৬তলা অফিস ভবনটির নিচ তলা গাড়ি পার্কিং, ২য় তলা ভল্ট, ৩য় তলা ক্যাশ বিভাগ, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় অন্যান্য শাখা-বিভাগ ও কর্মকর্তাদের চেম্বার রয়েছে। সমগ্র ভবনটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ

নতুন ভবন

নিয়ন্ত্রিত এবং ২টি যাত্রীবাহী ও একটি বুলিয়ন লিফট রয়েছে। অফিস ভবনের একাংশে জিএম রেসিডেন্স, ভিআইপি গেস্ট হাউস, মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের কক্ষসহ মসজিদ, লাইব্রেরী, পুলিশ ব্যারাক ও চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। চিকিৎসা কেন্দ্রে ১ জন নিয়মিত ও ১ জন খণ্ডকালীন ডাক্তার নিয়োজিত আছেন। কেন্টিনের জন্য বিস্তৃত স্পেস থাকলেও বর্তমানে চাহিদা না থাকায় বরিশাল অফিসে ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়নি। তবে একটি প্যান্ট্রি রয়েছে।

বরিশাল অফিস ভবনের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। বিনিময় হলের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয়েছে শিল্পী কনকচাঁপা চাকমার আবহমান দক্ষিণবঙ্গ শিরোনামের ম্যুরাল। ম্যুরালটি সিরামিক টাইলস এবং টেরাকোটা দিয়ে তৈরি এবং এর আয়তন ৪২৭ বর্গফুট। মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে ভবনের বহিরাঙ্গনে স্থাপিত হয়েছে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার এর একটি অনন্যসাধারণ ম্যুরাল। ম্যুরালটি সিরামিক টাইলস এর যার আয়তন ৩৩৬ বর্গফুট।

অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস

সংগঠন ও বিনোদন

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও বিনোদনের জন্য ব্যাংক ক্লাব পূর্বে বার্ষিক নাটক মঞ্চায়ন ও ম্যাগাজিন/দেয়ালিকা প্রকাশ করলেও বর্তমানে তা বন্ধ আছে। ক্লাব নিয়মিতভাবে আন্তঃকক্ষ ও বার্ষিক ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এছাড়াও প্রায় প্রতিবছর বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

বরিশালের সকল ব্যাংকের সমন্বয়ে রয়েছে ব্যাংকার্স ক্লাব। পদাধিকার বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এর সভাপতি। এ সংগঠনের কার্যক্রম ব্যাপক ও দেশব্যাপী প্রশংসিত।

উৎসাহী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবীদের নিয়ে তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাসের প্রেরণায় 'সৃষ্টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ' গঠিত হয়। দেয়ালিকা প্রকাশ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন, গভর্নর মহোদয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক

দেয়াল পত্রিকা

অনুষ্ঠানসহ নানান পর্ব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে সংগঠনটি সকলের দৃষ্টি কাড়ে। বর্তমানে সংগঠনের কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত।

সমস্যা

বরিশাল অফিসে বর্তমান মঞ্জুরিকৃত জনবল ২৬৭ জন এর তুলনায় কর্মরত জনবল মাত্র ১২২ জন । লোকবল কিছুটা বাড়ানো গেলে কাজে গতিশীলতায় আরও দ্রুততা যোগ হবে বলে বরিশাল অফিসের কর্মকর্তাগণ মনে করেন। এছাড়া বরিশাল অফিসের স্টোরিং ভল্টের মেঝে সংস্কার করা হলে সেখানকার কর্মপরিবেশ স্বাস্থ্যকর হতো বলেও তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

সম্ভাবনা

বরিশালের সুবিখ্যাত বালাম চাউল এখন আর পাওয়া যায় না। সুপারি, পেয়ারা, আমড়া অঢেল উৎপন্ন হলেও এ নিয়ে কোন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। এ অঞ্চলের মাটি নারিকেল চাষের জন্য উর্বর। প্রচুর নারিকেলও হয়। কিন্তু কোন শিল্প স্থাপিত হয়নি। পরিকল্পিতভাবে নারিকেল চাষ ও এ কেন্দ্রিক শিল্প স্থাপিত হলে দেশের চাহিদা মিটিয়েও নারিকেল তেল বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। এতে আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ অঞ্চলে মৎস্য চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি সরকারি মৎস্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট/একাডেমী স্থাপিত হলে এ ক্ষেত্রে সাড়া পড়তে পারে। বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পের মধ্যে বরিশালের ঔষধ শিল্প অন্যতম। এখানে রয়েছে অপসোনিন ফার্মা, রেফকো, কেমিস্ট, মেডিমেট, অপসো স্যালাইন, গ্লোবাল ক্যাপসুল ইত্যাদি বিখ্যাত কোম্পানী। যারা দেশের ঔষধ মার্কেটের প্রায় ৩০% দখল করে আছে। কোন কোন কোম্পানী বিদেশেও ঔষধ রপ্তানি করে। জাহাজ মেরামতে এ অঞ্চলের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এখানে জাহাজ নির্মাণশিল্প বিকশিত হবার রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এই বিষয়ে নজর দিয়ে ব্যাংক ঋণের পরিধি বাড়ালে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক খাত সমৃদ্ধ হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

উত্তর নেই
নাসরিন বানু

অতি সন্তর্পণে জরুরি কিছু ভবিষ্যত গুঁজে রাখা কোমরে
কেবল খুলে খুলে পড়ে যায় ইচ্ছে করে জিইয়ে রাখা ঘুটঘুটে অন্ধকারে
মনের মধ্যে মরচে পড়া টর্চ, সুইচও অনেক কালের বন্ধ্যা
খুঁজতে খুঁজতে বেলা পড়ে যায়, নিমিষে আবার নেমে আসে সর্বনাশা সন্ধ্যা
কিছু ভবিষ্যত জড়ো হয়ে অফিসের পের্টিকোতে প্রতিদিন শীতের রোদ তাপায়
ঝকঝকে চোখে তাদের সুখের বকবকানি আমার ভেতরশুদ্ধ কাঁপায়
পাশ দিয়ে হেঁটে আসি আর ভাবি,'বড় বেশি অতীত হয়ে গেলাম'-সত্যিই তাই?
আমি তো ভীষণ রকম অতীতই হতে চাই
এই বর্তমান, দেশ-কাল, কালের বয়ান ভাল লাগেনা আমার
বহমান বর্তমান, এদেশের তাবৎ ভবিষ্যত সবই আমজনতার
অনেক কষ্টের কড়ি দিয়ে কেনা ভরসাগুলো চলে যাচ্ছে যোজন যোজন দূরে
হাওয়ায় ছুঁড়ে দেয়া ভারী ভারী শব্দের কচকচানি ঠোঙা মুড়ে
ক্রমাগত ফেলে দেয়া হচ্ছে ক্ষীণতর আশাটুকু খানাখন্দে নোংরা ডাস্টবিনে
ওঁত পেতে থাকা তাতারদস্যু বাউল ঝোলায় ভরে নিচ্ছে অল্পদামে কিনে
ভাব জগতের বাসিন্দা আমরা, ভাবতে ভাবতেই দিন গুজরান
কানের কাছে অহরহ কারা যেন বাজিয়ে যায় ঘুম দো-তারার তান
প্রভাত পাখিগুলোর ঘাড় মটকে তাতারদস্যুরা চোখে দিচ্ছে ভালোবাসার চুম
সাইবেরিয়া থেকে পাখি এসে কী ভাঙাবে দেশময় ছড়ানো আফিমের ঘুম?

আর নয় এইসব
মোঃ সাইরুল ইসলাম

আর নয় হরতাল
ভাংচুর পোড়ানো--
আর নয় বোমা মেরে
গাড়ি-বাড়ি উড়ানো।

আর নয় হিংসা
বিভেদ বাড়ানো--
আর নয় মাদক
দেশময় ছড়ানো।

আর নয় অবরোধ
ককটেল ফাটানো--
আর নয় কু-পথে
সময় কাটানো।

আজ হতে এসো সবে
এই নেই শিক্ষা--
আর যেন না নেই
বিদেশের ভিক্ষা।

সবে মিলে হাত ধরে
গড়ি এদেশটা---
আজ হতে এই হবে
আমাদের চেষ্টা।

কবি ও আকাশ পরী
পবিত্র কুমার রায়

কি যে হয়েছে আমার
আঁধারে আলো দেখি
আলোতে আঁধার।
মরুতে স্বচ্ছ সরোবর
মরুদ্যানে জনশূন্য সুখের বসতঘর।
নগর জনপদের ভিড়ে দেখি
হিংস্র ব্যাঘ্রের কূল
গভীর অরণ্যে আবার
সুবাসিত প্রশান্তির ফুল।
পূর্ণিমা রাতেও আমি
হারিয়ে ফেলি পথ
ঘোর অমানিশায়
ভুলে যাই শপথ।
গাঁয়ের সবুজে যেন পোড়া গন্ধ
হাঁটতে হাঁটতে আমার
দম হয়ে আসে বন্ধ।
নদীর শীতল জলে
আমার গা জ্বালা করে।
পঁচা ডোবায় আমার
অস্থি মজ্জা বাড়ে।
আমি কি এখন ঘুমে না নির্ঘুমে
অথবা গভীর স্বপনের ঘোরে?
নিচে পাতাল দেখ গভীর কালো
উপরে আকাশ পরীর
দেখনা কেন বর্ণিল আলো?
ভাসাও আলোতে অন্তর আত্মা মন
সুখ দুঃখের এ জীবন হবে
অফুরন্ত আনন্দের ভুবন।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা   সুবলকুমার বণিক

আবশ্যকীয় জেনো ভুল শব্দ

আবশ্যকীয় জেনো ভুল শব্দ
লিখলে তো নির্ঘাত হবে জব্দ।
আবশ্যক-এর থেকে ঈয় করো দূর
শুদ্ধও হবে আর শোনাবে মধুর।

['আবশ্যক'-এর সঙ্গে 'ঈয়' যোগ করা একেবারেই অনাবশ্যক। 'ঈয়' প্রত্যয়টি সাধারণত বিশেষণপদ গঠনে যুক্ত হয়। যেমন দল-দলীয়, পালন-পালনীয়, স্মরণ-স্মরণীয় ইত্যাদি। দল, পালন, স্মরণ প্রতিটি শব্দই বিশেষ্য। এই শব্দগুলোতে 'ঈয়' যোগ করে বিশেষণ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু 'আবশ্যক' নিজেই বিশেষণ। শব্দটির মানে 'প্রয়োজনীয়', 'অপরিহার্য'। সুতরাং বিশেষণবাচক এই পদটিকে পুনরায় বিশেষণ করা যায় না। শুদ্ধ শব্দ 'আবশ্যক', এর বিপরীত শব্দ 'অনাবশ্যক'। কোথাও 'ঈয়' যুক্ত হবে না। ইংরেজিতে যা compulsory, বাংলায় সেটি 'আবশ্যিক'। এর মানে 'অবশ্যকরণীয়' বা 'অবশ্যগ্রহণীয়'। যেমন, 'অঙ্ক একটি আবশ্যিক বিষয়।']

আধুনিক

মাহফুজুর রহমান

ফরিদের মুখে দাড়ি-গোঁফ উঠতে শুরু করেছে। মুখে দাড়ি-গোঁফ থাকার সুবিধা অনেক। মুখটাকে যেমন ইচ্ছে সাজানো যায়, আবার হঠাৎ একদম সাফসুতরো করে ফেলা যায়। মানুষ ভাবে ফরিদ এখন বড় হয়েছে। গোঁফ যৌবনের প্রতীক। গোঁফ না উঠলে মেয়েরা একদম পাত্তা দিতে চায় না। ফরিদ এখন দু'বার টেলিফোন করে কেটে দিতেই ময়না বুঝতে পারে। সে এসে জানালার কাছে দাঁড়ায়, ইশারায় কী যেন বলে! ময়নাকে দেখতে কী যে ভালো লাগে, আহা! কিন্তু বিষয়টা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। ফরিদের আব্বা বিষয়টা একদম সহ্য করতে পারেন না। তিনি বলেন- এসব ইতরামি ছাড়। দাড়ি-গোঁফ একবার রাখা আবার কেটে ফেলা কোন ভদ্রলোকের কাজ না। আর বস্তির ঐ মেয়েটা, ঐটাই যত নষ্টের মূল।

চব্বিশ বছর পর। ফরিদের ছেলে অভ্র এখন অনেক বড় হয়েছে। অভ্রর মুখে দাড়ি-গোঁফ উঠতে শুরু করেছে। মুখে দাড়ি-গোঁফ থাকার সুবিধা অনেক। চিবুকের ঠিক ওপরের গর্তটা ঢাকার জন্যে এক টুকরো দাড়ি রাখা যায়, আবার হঠাৎ একদম সাফসুতরো করে ফেলা যায়। মানুষ ভাবে অভ্র এখন বড় হয়েছে। গোঁফ যৌবনের প্রতীক। গোঁফ না উঠলে মেয়েরা একদম পাত্তা দিতে চায় না। অভ্র এখন অনেক মেয়েকে মিস কল দেয়, রাতভর গার্লফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলে। প্রায়ই স্কাইপে খুলে মিতালীর সাথে কথা বলে। সব বিষয়ে ওরা খোলামেলা কথা বলতেই ভালবাসে। একেই বলে আধুনিকতা। মিতালী অনেক ওপেন, কোন কথা বলতেই বিব্রত হয় না। ওর কথাগুলো কী যে ভালো লাগে, আহা! কিন্তু বিষয়টা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। অভ্রর আব্বা বিষয়টা একদম সহ্য করতে পারেন না। তিনি বলেন- এসব ইতরামি। কলিকালের ছেলেমেয়েদের কী যে হয়েছে! কম্পিউটার আর ফেইসবুকই যত নষ্টের মূল।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

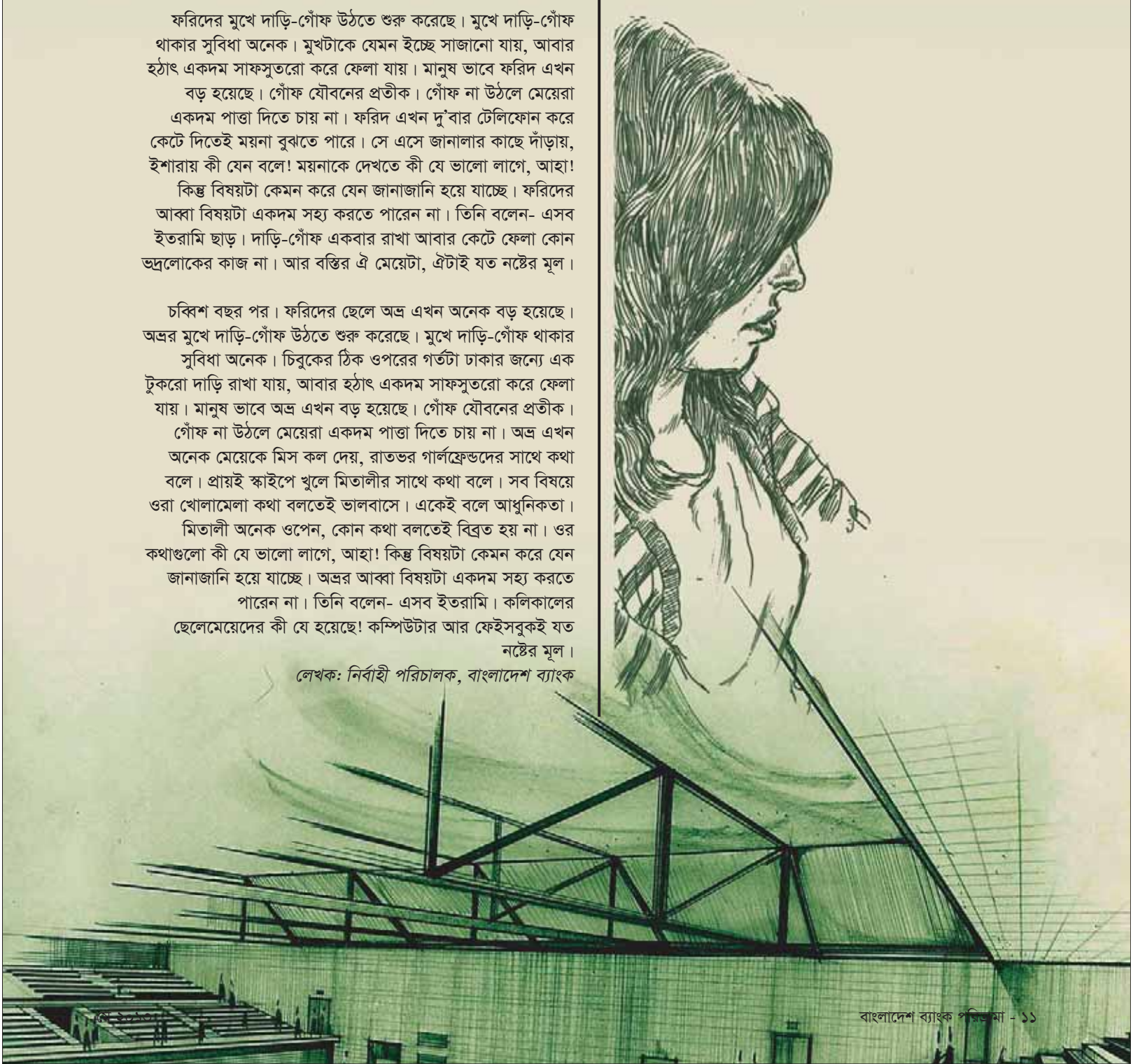

স্প্যাম মেইল থেকে বাঁচার উপায়

মোঃ ইকরামুল কবির

বর্তমানে ইমেইলে স্প্যাম সমস্যা একটি বড় সমস্যা। স্প্যাম মেইলের যন্ত্রণায় অনেকে প্রিয় মেইল অ্যাড্রেসটিও পরিবর্তন করে ফেলে। এ যেন মাথা ব্যথার কারণে মাথাটাই কেটে ফেলা।

স্প্যাম মেইলকে কখনোই ১০০% বন্ধ করতে পারবেন না। তবে ৮০% বন্ধ করা সম্ভব আমার এই ট্রিক্স অনুসরণ করলে। তাহলে চলুন, জানা যাক সেই কাঙ্ক্ষিত পথ যা মুক্তি দেবে স্প্যাম মেইলের জ্বালা থেকে।

ইয়াহু মেইলের জন্য পদ্ধতি

ইয়াহুতে স্প্যাম মেইল বন্ধ করার জন্য বেশ কার্যকর পদক্ষেপ রয়েছে। না জানার কারণে অনেকেই তা ব্যবহার করতে পারছে না।

ইয়াহু মেইল এ অ্যাকটিভ করার উপায়

সিলেক্ট Option তারপর Mail Options এ যান। এখন General Category তে যান। নিচের দিকে দেখুন Automatically move spam to Spam folder নামে একটা বক্স আছে। যদি টিক না দেয়া থাকে তবে টিক দিয়ে দিন। তারপর সেভ করে বেরিয়ে আসুন।

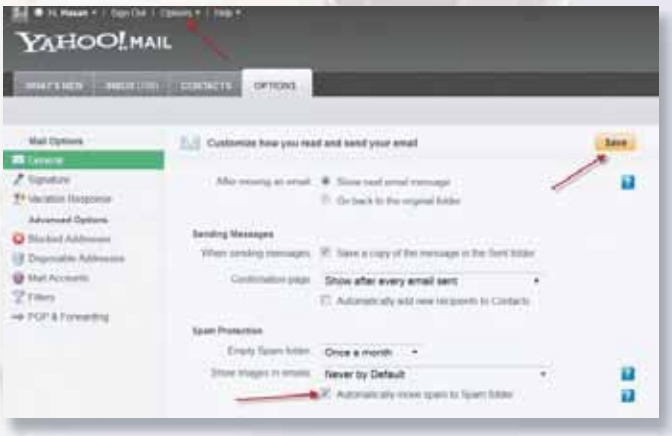

ইয়াহু মেইল ক্লাসিক এ অ্যাকটিভ করার উপায়

ইয়াহু মেইল টুলবার থেকে মেইল অপশন এ যান। স্প্যাম এর নিচে থাকা স্প্যাম প্রটেকশন নির্বাচন করুন। স্প্যামগার্ড যদি অন করা না থাকে তবে অন করুন। তারপর সেভ করে বেরিয়ে আসুন।

তবে এর পরেও যেসব স্প্যাম মেইল আসবে সেসব রিপোর্ট করবেন। তাহলে ইয়াহু সেটার খোঁজ পাবে।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি)
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট
ই মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

বলুন তো, ক'টা ডিম?

বার্ডস আই ভিউ

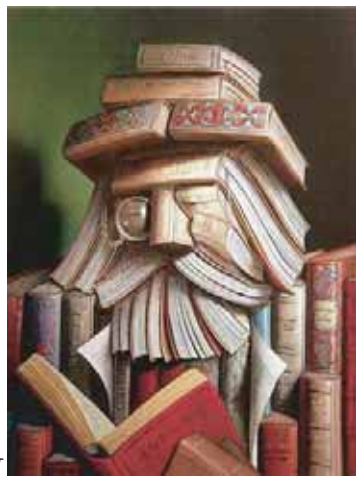

গ্রন্থমানব

২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মুনতাহা রাউফ ত্বাহা
বনানী বিদ্যানিকেতন, ঢাকা

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ পারভীন বেগম
পিতাঃ মোঃ আব্দুর রউফ
(ডিজিএম, গবেষণা বিভাগ, প্র.কা.)

পুলক রেহান
ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ মোছা. রেহেনা খাতুন
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল)
পিতাঃ মরহুম মোঃ আজহারুল ইসলাম

নোশিন নাওয়াল (দিহান)
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ স্বপ্না আক্তার
পিতাঃ মোহাং সোহরাব হোসেন
(ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)

জান্নাতি নূর-এ-রাফিয়া
বগুড়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ মোছাঃ পারভীন আকতার বানু
(অফিসার (ক্যাশ), বগুড়া)

মোঃ কামরুল হাসান
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ কাওসার পারভীন
পিতাঃ মোঃ রেজাউল করিম
(ডিএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

স্বপ্নীল দে
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ তৃষ্ণা দে
পিতাঃ রনু চন্দ্র দে
(ডিডি, ময়মনসিংহ অফিস)

নুসরাত জাহান (মিলি)
বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ পারভীন আক্তার
পিতাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন খান
(ডিজিএম, বিবিটিএ)

তাসকিয়া খানম (রাফা)
রশিদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতা ঃ সাহিদা খানম
পিতা ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান
(ডিএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

জিনিয়া সুলতানা (পপি)
ফতুল্লা পাইলট হাই স্কুল, নারায়ণগঞ্জ

(সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ সালমা হেলাল
পিতাঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন
(জেডি, আইএডি, প্র.কা.)

আনিকা মাহ্পারা
বগুড়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

(সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ হাছনা আলমগীর
পিতাঃ মোঃ বাদশাহ্ আলমগীর
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

এস.এম. মেহরাবুল ইসলাম
বগুড়া জিলা স্কুল

মাতাঃ কানিজ ফাতেমা ভূঞা হোসনে পারভেজ
(এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)
পিতাঃ এস.এম. খাদেমুল হক

নিশাত আনজুম মুন
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

মাতাঃ মোসাম্মৎ ফরিদা ইয়াসমিন (লাকি)
পিতাঃ এস,এম, মুজিবর রহমান
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ শাহরুখ হোসেন তন্ময়
ইমান্দিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভার

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ জোবেদ আক্তার (জেবা)
পিতাঃ মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
(ডিইসিও,এসিএফআইডি, প্র.কা.)

আবির আহসান
খুলনা জিলা স্কুল

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ আফরোজা সুলতানা
পিতাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন
(এএম (ক্যাশ), খুলনা অফিস)

আনিকা তাসনিম তাপ্তী
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার সরকার
পিতাঃ মোঃ তফাজ্জল হোসেন
(জেডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

ফওজিয়া ইসলাম
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ তাহমিনা ভূঁঞা
পিতাঃ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সরকার
(জেডি, এমপিডি, প্র.কা.)

তানজিলা বাহার লুবনা
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

মাতাঃ আলেয়া বেগম
পিতাঃ মোঃ বাহার উদ্দিন
(এডি, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট, প্র.কা.)

ইশিকা আহমেদ ২০১২ সালের Commonwealth Essay Competition এ অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। ঢাকার সাউথ ব্রীজ স্কুলের ছাত্রী ইশিকা বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের যুগ্ম পরিচালক এম. ফরদুল আহমেদ এবং আসমত আরা আহমেদের কন্যা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জিয়াউদ্দীন আহমেদ দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এসপিসিবিএল এর কাজের ধরন, নোট মুদ্রণ, পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নোটের মান আগের চেয়ে উন্নততর বলে আমি মনে করি

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসপিসিবিএল

দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকার পর আপনি দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন–

বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান; এই প্রতিষ্ঠানে গুণগত দিকটি মুখ্য বিধায় পরিমাণগত কাজের হিসাবায়ন গৌণ। এর পাশাপাশি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের (এসপিসিবিএল) কাজের ধরন, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান ভিন্নতর। এখানে ক্রয় বা সংগ্রহে ঝুঁকি অধিক। যে কোন ব্যতিক্রমের জন্য সবাই ব্যবস্থাপনা পরিচালককে দায়ী করে থাকে, এখানকার ত্রুটি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বাইরের জগতের কারো কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে ছায়াঘন নির্জন পরিবেশে 'টাকা' মুদ্রণের নির্বাহী প্রধান হিসেবে একটু অহঙ্কার নির্মল ও কোমলমতি ছেলেমেয়েদের কাছে প্রকাশ করে নির্মোহ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হই।

প্রতি বছর বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এসপিসিবিএল ব্যাংক নোট মুদ্রণ করে থাকে। এ চাহিদা নিরূপণ ও নোট মুদ্রণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলুন–

জনগণের নোটের চাহিদা এসপিসিবিএল নিরূপণ করেনা; বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে নোটের চাহিদা নিরূপণ করে নোট মুদ্রণের কার্যাদেশ দিয়ে থাকে।

কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর নোট মুদ্রণের প্রয়োজনীয় কাগজ, কালি, কাঠের বাক্স এবং অন্যান্য কনস্যুমেবলস্ এর পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক তা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রয়নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহে প্রায় ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে এলসি করে সমুদ্রপথে পণ্য আনা হয়।

ইন্টাগ্লিও কালি দ্বারা মুদ্রিতব্য উচ্চ মূল্যমানের নোটগুলো চারটি ভিন্ন ভিন্ন মেশিনে চারবার মুদ্রণ করা হয়ে থাকে। নোটের সিরিজ ও নম্বর মুদ্রণের পূর্বে নোটের প্রতিটি শীট পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করে নম্বর মুদ্রণযোগ্য শীট বাছাই করে থাকেন। নোট মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায় সম্পন্নের পর মুদ্রিত নোট কাঠের বাক্সে প্যাকিং করে স্ট্রং রুমে সংরক্ষণ করা হয় এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ গ্রহণ করে থাকে।

সম্প্রতি নোটের মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

নতুন নোট প্রচলনে এলেই এর মান, রং, আকার ইত্যাদি নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন ওঠে। দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের সমন্বয়ে যে ডিজাইন কমিটি রয়েছে তাদের পরামর্শ ও সুপারিশ মোতাবেক প্রতিটি নোটের ডিজাইন ও রং নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত আটটি মূল্যমানের নোটের ডিজাইনও উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে হয়েছে। কয়েকটি নোটের রং-এর মধ্যে সাজুয্য থাকায় ইতোমধ্যে ২০ ও ১০০ টাকার রং-এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। ৫ টাকা ও ৫০০ টাকার নোটেও সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তা যতটা সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

আগে যে কালি দিয়ে নোট মুদ্রণ হতো এখনও একই কালি দিয়ে নোট মুদ্রণ হচ্ছে। নোট মুদ্রণের অধিকাংশ মেশিন প্রায় ২৬ বছরের পুরনো হলেও এগুলোর প্রিসিশন অনেকটা অক্ষুণ্ন রয়েছে। তাই নোটের মান আগের চেয়ে উন্নততর বলে আমি মনে করি। তবে নোটকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে ডিজাইনের ভূমিকা মুখ্য।

ব্যাংক নোট ছাড়াও এসপিবিএল বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে থাকে-এ সম্বন্ধে জানতে চাই।

এসপিসিবিএল ব্যাংক নোট, কারেন্সী নোট, প্রাইজবন্ড ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডাক বিভাগের বিভিন্ন সিকিউরিটি আইটেম মুদ্রণ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, সিগারেট ব্যান্ড ও স্ট্যাম্প, বিড়ি ব্যান্ডরোল, সাবান ও কোমল পানীয়ে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প ও ব্যান্ড, ইমপ্রেস্ড কোর্ট ফি, এডহেসিভ কোর্ট ফি, এসিএফ স্ট্যাম্প, রাজস্ব স্ট্যাম্প, স্মারক স্ট্যাম্প ইত্যাদি। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার ও কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেক বই, সকল শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট এবং গ্যাস ফিল্ডের সিকিউরিটি সীল, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর জিএসপি ফরম ইত্যাদিও এখানে মুদ্রণ করা হয়।

দেশের বাইরে কোথাও এসপিসিবিএল সিকিউরিটি ডকুমেন্ট সরবরাহ করে থাকে কী?

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট মুদ্রণে এসপিসিবিএল-এর বিদ্যমান সক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় সামর্থ্য না বাড়িয়ে বিদেশী কারো কাজ করা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না।

এসপিসিবিএল এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা কি?

নোট ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে করপোরেশনের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। করপোরেশনের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর আধুনিকায়নে মেশিন সংগ্রহসহ লোকবল নিয়োগ ও স্থাপনা নির্মাণে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় অর্থায়নে ইতোমধ্যে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং সে অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৫০০ কোটি টাকার দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

নোট ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী উৎপাদনে করপোরেশনের কারিগরি জ্ঞান থাকায় এর সক্ষমতা বাড়িয়ে দেশের পাসপোর্টসহ আরও অনেক নিরাপত্তা সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ইন্দ্রাণী হক, এডি, ডিসিএম

সাভার ট্র্যাজেডি

সাভার দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শোক প্রকাশ এবং মেডিকেল টীম প্রেরণ

সাভারে ভয়াবহ ভবন ধসের মর্মান্তিক ও বিয়োগান্ত ঘটনায় নিহতদের প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি আহতদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

দুর্ঘটনাস্থলে আহতদের সর্বাত্মক জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি মেডিকেল টীম অকুস্থলে আহতদের জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স (বিএবি), এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) এবং ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এই মেডিকেল টীমকে সহায়তা প্রদান করে।

পাঠক সমাবেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার 'পাঠক সমাবেশ' আগামী ২১মে ২০১৩ বেলা ৩.০০টায় প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হবে। পাঠক সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আগামী ১৬মে ২০১৩ এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করে নাম নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহুয়া মহসীন
যুগ্ম পরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন – ৩২০৮
ইমেইল- mohua.mohosin@bb.org.bd
অথবা bank.parikroma@bb.org.bd

ক্যালরি

ক্যালরি হলো তাপশক্তির একক। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রাকে ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে বর্ধিত করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে বলে এক ক্যালরি। তাপের এই এককে 'গ্রাম-ক্যালরি' ও বলে। তেমনি এক কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রাকে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বর্ধিত করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয় তাকে বলে কিলো-ক্যালরি বা বড় ক্যালরি (Kilo Calorie or large Calorie)। খাদ্যের শক্তি বা তাপীয়মান (Calorific Value) নির্ণয় করতে আমরা সাধারণত বড় ক্যালরিকে ব্যবহার করে থাকি।

প্রত্যেক প্রকার খাদ্যের দহনে তাপের সৃষ্টি হয়। খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়াকালীন এই তাপশক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এক গ্রাম প্রোটিন দেয় ৪ ক্যালরি তাপ, আর একগ্রাম চর্বি দেয় ৯ ক্যালরি তাপ। কোন ব্যক্তির কত ক্যালরি তাপের প্রয়োজন, তা নির্ভর করে সেই ব্যক্তির দৈহিক ওজন ও তার কাজ করার পরিমাণের ওপর। উদাহরণস্বরূপ, আট বছর বয়সের নিচের ছেলেমেয়েদের দৈনিক ৫০০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। আট বছর বয়সী কিংবা তার থেকে সামান্য বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের দৈনিক ১০০০ ক্যালরি তাপের দরকার। পূর্ণ বয়স্ক মহিলাদের দরকার দৈনিক ১৩০০ ক্যালরি আর পুরুষদের দরকার ১৫০০ ক্যালরি তাপ। যে ব্যক্তি দৈনিক ৬ ঘন্টা পরিশ্রম করে তার ২৭০০ ক্যালরি পর্যন্ত তাপের প্রয়োজন হয়।

যখন কোন ব্যক্তি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ক্যালরি গ্রহণ করে তখন সেই অতিরিক্ত ক্যালরি চর্বি রূপে তার শরীরে জমা হয়। সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য থেকে আমরা তাপ পেয়ে থাকি। যেমন ১০০ গ্রাম গম থেকে ৩৮৪ ক্যালরি, ১০০ গ্রাম মাছ থেকে ৩০০ ক্যালরি, ১০০ গ্রাম আলু থেকে ৮৩ ক্যালরি তাপ আমরা পাই। তেমনি করে প্রতি ১০০ গ্রাম চিনি থেকে পাই ৩৯৪ ক্যালরি, ১০০ গ্রাম মাখন থেকে ৭৯৩ ক্যালরি এবং ১০০ গ্রাম ডিম থেকে পাই ১৫৫ ক্যালরি তাপ।

জ্বালানি থেকে যে তাপ উৎপন্ন করা হয় তাও মাপ হয় ক্যালরিতে। কোন বস্তুর এক গ্রাম পরিমাণ পদার্থ দহন করলে যত ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয় তাকেই বলে বস্তুর তাপীয়মান বা তাপন মূল্য (Calorific Value)। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়-১২ গ্রাম কার্বন দহন করলে ৯৪ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং কার্বনের তাপন মূল্য হবে ৭.৮৩ ক্যালরি। কেউ যদি এমন খাদ্য গ্রহণ করে যা যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালরি উৎপন্ন করে না, তাহলে তার দৈহিক ওজন কমতে শুরু করবে। অপরদিকে, বেশি পরিমাণ ক্যালরি মানুষকে মোটা করে তুলবে। এই জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা একান্ত দরকারি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম

মনোগ্রাম শুধু একটি প্রতীক চিহ্নই নয় শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় এই প্রতীক চিহ্নের মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে নানা কর্মকাণ্ডের শৈল্পিক রূপ। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটি ১৯৭২ সালে ডিজাইন করেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। কালের পরিক্রমায় মুদ্রণ ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে মূল মনোগ্রামের ডিজাইনে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এটা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। অন্যদিকে, বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্যও অগ্রহণযোগ্য। মনোগ্রামের সঠিক রূপটি নিশ্চিত করে সকল ক্ষেত্রে একই রূপ ও রংয়ের মনোগ্রাম ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল মনোগ্রাম পুনরুদ্ধার করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কমিটি ২০০৫ সালে দায়িত্ব পালন করে। এই কমিটিতে যারা ছিলেন তাদের নাম বর্তমান পদবীসহ উল্লেখ করা হলো ঃ ম. মাহফুজুর রহমান (নির্বাহী পরিচালক), দেবপ্রসাদ দেবনাথ (মহাব্যবস্থাপক), এফ. এম. মোকাম্মেল হক (মহাব্যবস্থাপক), কাকলী জাহান আহমেদ (উপ মহাব্যবস্থাপক) এবং আবু জাফর (যুগ্ম পরিচালক)। কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম ডিজাইন ও রংয়ের বিভিন্নতা পরিহার করে মনোগ্রামের মূল ডিজাইন ঠিক রেখে একটি সুনির্দিষ্ট রং মনোনয়নের বিষয়ে দেশের প্রথিতযশা শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনায় পটুয়া কামরুল হাসান অঙ্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের ডিজাইন অপরিবর্তিত রেখে মনোগ্রামের জন্য রং সুনির্দিষ্ট করা হয়। সুজলা, সুফলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিভূ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নের প্রতীক অর্থ ও রং-এর ব্যাখ্যা দেয়া হলো :

মনোগ্রামের রং ঃ গাঢ় সবুজ

এ রং বাংলাদেশের সবুজ পতাকা ও সবুজ মাঠের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

রং-এর মিশ্রণ ঃ

- নীল (Cyan Blue)- ১০০%
- হলুদ (Yellow)- ১০০% এবং
- কালো (Black)- ৩০%।

মনোগ্রামের ব্যাখ্যা

মাঝের ধানের গোলা

মনোগ্রামের ঠিক মাঝখানে রয়েছে ডিজাইনকৃত ধানের গোলা এবং এর ঢাকনা। ধানের গোলা আর্থিকভাবে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের প্রতিভূ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গোলার নিচে নদীর ঢেউ

গোলার নিচে দু'টি বক্ররেখা নদীর ঢেউ এর প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে বুঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দু'পাশে ধানের ছড়া

ধানের গোলার দু'পাশে দু'টি ধানের ছড়া দেখানো হয়েছে। মাঠভরা সোনালী ফসল বুঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিচে পাটের তিনটি পাতা

ধানের গোলার নিচে একটি কুঁড়িতে তিনটি পাটের পাতা রয়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে (তৎকালীন) পাট পাতাকে যুক্ত করা হয়েছে।

গোলাকার বৃত্ত

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাঠভরা সোনালী ফসল দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়সহ সমৃদ্ধশীল আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৃত্তাবদ্ধ হয়ে সকলের সাথে কাজ করবে- এটি বুঝাতে গোলাকার বৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট ৮ মার্চ ২০০৬ তারিখে মনোগ্রাম প্রসঙ্গে একটি প্রশাসনিক পরিপত্র নং-০৬/২০০৬ জারী করে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল প্রকার লেটারহেড, কলিং কার্ড ও অন্যান্য ডকুমেন্টে অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী রং ও ডিজাইনে এ মনোগ্রাম ব্যবহার করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : কালার ক্যাম্পাস, ৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।